গাণীমাহ, ফাই এবং ইহতিতাবের শরয়ী হুকুম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সাইয়্যিদুল মুরসালিন, তার পরিবার ও সাহাবীগণের প্রতি। অতঃপর,

বস্তুত, মিথ্যাবাদী দরবারি আলিমরা আম্বিয়া ও মুরসালিনের প্রচারিত তাওহীদকে বিকৃত করার সাথে সাথে জিহাদের ফিকহকেও করেছে বিকৃত। তারা আহলুল কিতাব, মাজুস ও মুশরিকদের মুসলিমদের ভাই ও মিত্র হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। তারা চায় ধর্মগুলো তাদের মধ্যকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলে এক হয়ে যাক, তাদের বই ও ফাতওয়ার মাধ্যমে তারা ঘোষণা দিয়েছে যে কুফফারদের রক্ত ও মাল হারাম। তাদের অবস্থা সেই ইহুদিদের মত যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন {কোন কোন

ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয়।} [আন-নিসা: ৪৬]

কাফিরদের নিজ ভূমিতে হত্যা এবং তাদের মাল হস্তগত করার বিষয়টি ফুকাহা কর্তৃক ব্যাপক ভাবে আলোচিত হয়েছে। যদিও তাগূত উলামা শান্তিবাদী ফিকহের প্রবর্তন করেছে, সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে এ বিষয়গুলো দ্বীন ইসলাম থেকে মুছে ফেলতে, তাদেরকে অবমাননা ও কুফফারের প্রতি দাসত্বের মানহায দিয়ে বদল করতে এবং মানুষকে তাদের স্থাপিত নতুন ধর্মের প্রতি বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করতে, যার ভিত্তি "সকল ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান", তথাকথিত "ইসলামী নীতিমালা", শান্তিবাদ ও জিহাদের বিলুপ্তি।

হঠাৎ দেখা যায় নিজেদের ইসলাম ও ইলমের সাথে সংশ্লিষ্টতার দাবীদার কিছু লোক এমন কিছু বিষয় হারাম হবার দাবী করছে যার হালাল হবার ব্যাপারে আগে উম্মাহ'র ইজমা ছিল। আমরা অবাক হবোনা যদি আমরা দামেস্কে আয-যুহরীর সাথে সাক্ষাতে আনাস বিন মালিকের উক্তি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করি, আয-যুহরী বললেন, "কী আপনাকে কাঁদিয়েছে?" উত্তরে আনাস বললেন, "আমি সালাত ছাড়া কোন ইবাদতই চিনতে পারিনি আর এখন সালাতও হারিয়ে গিয়েছে।" [আল-বুখারী'র বর্ণিত]

তিনি যদি আমাদের সময়ে এসে পৌঁছতেন কি বলতেন, যখন কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সালাফের ইজমায় প্রতিষ্ঠিত পরিষ্কার হুকুম-আহকাম ছুড়ে ফেলা হচ্ছে? এমনই এক পরিত্যক্ত হুকুম হল হারবি (বা চুক্তি-বিহীন) কুফফার এর হুকুম, তাদের রক্তের কোন 'ইসমাহ (প্রবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা) নেই যদি না তারা ইসলাম গ্রহণ করে, বা তাদের শরয়ী আহদ (চুক্তি) থাকে, রাসূল ﷺ ও সাহাবীদের আমল অনুসারে মুসলিমদের জন্য তাদের রক্ত প্রবাহিত করা এবং তাদের সম্পদ ইচ্ছামত লুণ্ঠন করা জায়েজ। বিশিষ্ট সাহাবী আবু বাসির ও আবু জান্দাল যে কাজ করেছেন একই কাজ মুয়াহহিদিন করলে এখন দেখা যায় উলামা সু' ও গোমরাহি দিকে আহবান কারী দাঈ'রা মুয়াহহিদদের সমালোচনা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্টের অভিযোগ করে। কিন্তু যখন তাদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তাওয়াগীত প্রভুরা মুসলিমদের সম্পদ লুট করে, তাদের মুখ থেকে একটি বাক্যও বের হতে দেখা যায়না। নিশ্চিত ভাবেই, দাওলাতুল ইসলাম কুফফার ও মুরতাদদিন সহ এই দ্বীনের সকল শত্রুদের বিরুদ্ধে তীর-তরবারি এবং পরিষ্কার দলিল সহকারে জিহাদের ভার নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত দ্বীন কেবল আল্লাহর হয়, মুসলিমগণ পূর্বের মত পরিষ্কার ও পবিত্র দ্বীনে ফিরে আসেন। আল্লাহ বলেন, {আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায়; এবং সম্পূর্ণ দ্বীন আল্লাহর হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।} [আল-আনফাল: ৩৯]

এই প্রবন্ধে নিজ ভূমিতে হারবি কুফফারের সম্পদের হুকুম ব্যাখ্যা করা হবে এবং দেখানো হবে যে তাদের থেকে নেয়া সম্পদের মধ্যে রয়েছে গাণীমাহ, ফাই, তালাসসুস এবং ইহতিতাব (প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে আহরিত সম্পদ) । এই বিষয়ে উলামাদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হবে এবং কিছু ভুল ধারণার জবাব দেয়া হবে। সেই সাথে দেখানো হবে খিলাফাহ ও কুফফার জাতীদের মধ্যকার সমন্বিত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে তাদের সম্পদ লুটের সুফল। সমস্ত সফলতার একমাত্র উৎস মহান আল্লাহ তা'আলা আর একমাত্র তিনিই সিরাতুল মুস্তাকিম প্রদর্শন করতে পারেন।

হারবি কাফিরের রক্ত ও সম্পদ হালাল

হারবি কুফফারের জান-মালের ব্যাপারে মূলনীতি হল এর কোন ইসমাহ নেই। উলামার ইজমা হল, হারবি কুফফারের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম হল তাদের জান বা মালের কোন ইসমাহ নেই। বরং তাদের জান ও মাল উভয়ই মুসলিমদের জন্য হালাল।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, "যেহেতু প্রতিটি কাফিরের মাঝে রয়েছে কুফর ও মুহারাবাহ (যুদ্ধংদেহিতা) তাই তাকে দাসে পরিণত করা যেমন জায়েজ তেমনি জায়েজ তাকে হত্যা করা।" (মাজমু আল-ফাতওয়া)

আর অবশ্যই, হারবি কুফফার – ফুকাহা তাদের ক্ষেত্রে এই পরিভাষাই ব্যাবহার করেছেন – কেবল মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কুফফারই নয়। বরং হারবি কুফফার হল সেসব কুফফার যাদেরকে মুসলিমিন কোন নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদান করেনি; যিম্মা চুক্তি, আহদুল আমান (নিরাপত্তা চুক্তি) বা যুদ্ধবিরতি চুক্তির মাধ্যমে, তারা কোন সামরিক দল বা বাহিনীতে যোগদান করুক বা না করুক, বা তারা যুদ্ধরত না হোক কিংবা অন্য যেকোন ধরনের আম কাফিরই হোক, তারা সবাই শরীয়তের সংজ্ঞা অনুযায়ী হারবি কুফফার। তাদের জান-মাল মুসলিমদের জন্য হালাল, আর এই হুকুম সব জায়গার কুফফারের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন, {অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁত পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।} [আত-তাওবাহ: ৫] তিনি আরও বলেন, {অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।} [আত-তাওবাহ: ১১] সুতরাং, তাদের রক্ত হালাল হবার কারণ হল তাদের

মুরতাদ আবু বাসির আত-তারতুসী, কুফফার ভিসা সংক্রান্ত ভুল ধারনার প্রবক্তা

শিরক। তাই তারা শিরক থেকে তাওবা করলে তাদের রক্তের নিরাপত্তা বহাল হবে। ইবনে কুদামাহ বলেন, "হারবি কাফির হত্যার কোন কিসাস (শাস্তি) নেই, কারণ আল্লাহ বলেছেন, {মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও} [আত-তাওবাহ: ৫], কোন কিসাস নেই মুরতাদ হত্যাকারীর জন্যও, কারণ মুরতাদের রক্তপাত হালাল, তার অবস্থা হারবি কাফিরের মতই।" [আল-কাফি ফি ফিকহ আল-ইমাম আহমাদ]

ইবনে উমার বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমি তো মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশিত হয়েছি যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত হক কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, অতঃপর যখন তারা তা করবে, তখন তারা তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার হাত থেকে নিরাপদ পাবে, তবে ইসলামের অধিকারের ব্যাপারটি ভিন্ন, আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর।" [আল-বুখারী ও মুসলিম]

সুতরাং ইসলামে প্রবেশ করা ছাড়া জান-মালের জন্য কোন ইসমাহ নেই।

ইমাম আত-তাবারী বলেন, "হারবি মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহ হুকুম হল তাদের কে হত্যা করা, এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে।" [জামিউল বায়ান ফি তাউয়িলুল কুরআন]

ইমাম আশ-শাফি কুফফারের রক্তের জন্য ইসমাহ সম্পর্কে বলেন, "আল্লাহ কাফিরের জান-মাল হালাল করেছেন, যদি না তারা জিযিয়া দেয় বা তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আহদুল আমান প্রদান করা হয়।" [আল-উম্ম]

তিনি আহদুল আমান সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, "আমি যে আহদের কথা বলেছি তা কেবল সীমিত সময়ের জন্য দেয়া যাবে, তার তা মুআহদকে (যে আহদের তলব করে) সরাসরি দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে আহদ বহাল রাখে (চুক্তির শর্তাবলি মেনে চলে) তার আমান (নিরাপত্তা) বহাল থাকবে, সে যখন আহদ পরিত্যাগ করে সে তখন হারবিতে পরিণত হবে যার জান-মাল হালাল।" [আল-উম্ম]

দারুল কুফর হল দারুল "ইবাহাহ"

দারুল হারব বা দারুল কুফর হল "ইবাহা"র ভূমি, মানে, সেই ভূমি যার অধিবাসীদের জান-মাল হরণ করা হালাল, এর আগে উল্লেখিত আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর সাথে কেউ শিরক করলে তার জান-মাল হালাল হয়ে যায়, মুসলিমদের জন্য কুফফারের জান-মাল হরণ করা জায়েজ হয়ে যায়।

ইমাম আশ-শাফী তার কিতাব আল-উম্ম এ বলেন, "[দারুল হারব এর] ভূমি [মুসলিমিনের জন্য সেখানকার কুফফারদের জান-মাল হরণ করা] জায়েজ কারণ এটা শিরকের ভূমি।"

আল-জাসসাস আল-হানাফি বলেন, "দারুল হারবের সম্পদের বৈধ দখলদার নেই, কারণ তা ইবাহাহ'র ভূমি, এর অধিবাসীদের মাল হালাল।" [আহকামুল কুরআন]

ইবনে আবি যাইদ আল-কাইরাওয়ানি আল-মালিকি বলেন, "সাহনুম বলেন, 'দারুল হারবের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের জন্য যে কাউকে হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ কেড়ে নেয়া জায়িয।'" [আন-নাওয়াদির ওয়ায-যিয়াদাত]

শাইখ হামদ ইবনে আতিক বলেন, "আর যারা ব্যাপক গবেষণার করেন বলে পরিচিত এমন উলামার মত প্রচার

করেছেন তাদের কোন সন্দেহ নেই যে, যদি কোন দেশে শিরকের আবির্ভাব ঘটে, হারাম কাজ প্রকাশ্যে করা হয়, দ্বীনের প্রতীকগুলো বিনষ্ট হয় সেই দেশ কুফর দেশে (দারুল কুফর) পরিণত হয়, এর অধিবাসীদের সম্পদ গাণীমাহ হিসেবে নেয়া যাবে এবং তাদের রক্ত হরণ হালাল হয়ে যাবে।" [আদ-দুরারুস সানিয়াহ ফিল-আজয়িবাতুন নাজদিয়াহ)

কুফফারের সম্পদ - গাণীমাহ, ফাই বা ইহতিতাব

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, "কুফফারের থেকে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নেয়া মাল হল গাণীমাহ।" [মাজমু আল-ফাতওয়া)

আল্লাহ মুসলিমদের জন্য গাণীমাহ হালাল করেছেন। তিনি বলেন, {সুতরাং তোমরা খাও যে তাইয়্যিব হালাল বস্তু গাণীমাহ অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ গাফুরুর রাহীম।} [আল-আনফাল: ৬৯]

আর সাহিহাইনে (বুখারী ও মুসলিম) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমাকে পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কাউকে দেয়া হয়নি: আমাকে রো'ব বা প্রবল ত্রাসের ভয় দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, যা এক মাসের ব্যবধান থেকে অনুভূত হয়, আমার জন্য সমগ্র ভূপৃষ্ঠ পবিত্র বানিয়ে দেওয়া হয়েছে সুতরাং আমার উম্মাহ'র যেখানে যার সালাত এর ওয়াক্ত হবে, সেখানে সে সালাত আদায় করে নিবে, আমার জন্য গানীমাহ'র মাল হালাল করা হয়েছে আমার পূর্ববর্তী কারও জন্য তা হালাল ছিল না, আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দান করা হয়েছে এবং প্রত্যেক নবীকে বিশেষ ভাবে তার গোত্রের প্রতি পাঠানো হয়েছে, আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সমস্ত মানব জাতীর প্রতি।"

আর ফাই হল, "কুফফারের থেকে যুদ্ধ করা ছাড়া আহরিত মাল।" [মাজমু আল-ফাতওয়া]

আল্লাহ বলেন, {আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ফাই হিসেবে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি।} [আল-হাশর: ৬]

আর ইহতিতাব বা তালাসসুস হল কুফফারের কাছ থেকে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে আহরিত সম্পদ এবং এই সম্পদ হালাল হবে যদি কেউ তাদেরকে (কুফফারকে) সুনির্দিষ্ট ভাবে নিরাপত্তার গ্যারান্টি না দেয়। এর জায়েজ হবার ব্যাপারে আলিমদের মাঝে সত্যিকারের কোন ইখতিলাফ (মতভেদ) নেই। কিন্তু এটা কি গাণীমাহ নাকি কেবল হালাল আয় হিসেবে গণ্য হবে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ইহতিতাবের সম্পদ থেকে খুমুসের ব্যাপারে উলামার মত

তালাসসুস হল ইমামের অনুমতি সহ বা ছাড়াই সংগঠিত আক্রমণ, যা হতে পারে বলিষ্ঠ বাহিনী সহকারে বা ছাড়াই। তালাসসুস আবার আক্রমণ ছাড়াও হতে পারে, যেমন বন্দী ব্যক্তির মুক্তির পরে চালানো তালাসসুস, বা কোন ব্যবসায়ী [টাকা নিয়ার পর] মাল সরবরাহ না করা। দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারীগণ তালাসসুস করতে পারেন। বিভিন্ন ধরণের তালাসসুসের মধ্যে কোন গুলোর খুমুস [অর্জিত মাল থেকে প্রদেয় এক পঞ্চমাংশ] দেয়া বাধ্যতামূলক উলামা তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমত: আক্রমণ সহকারে সংগঠিত তালাসসুস

আলিমদের অধিকাংশের মতে একাকী বা দলবদ্ধ বলিষ্ঠ বাহিনী আক্রমণ করে জোর পূর্বক বা প্রতারণার মাধ্যমে দারুল কুফর থেকে আহরিত মালের উপর খুমুস প্রধান করা আবশ্যক। অধিকাংশ উলামা আক্রমণকারীদের সংখ্যা ঠিক কত জন হলে তা বলিষ্ঠ বাহিনী হিসেবে বিবেচিত হবে তা নির্দিষ্ট করেন নি। ইমাম আল-বাগ্বাওয়ী আশ-শাফী বলেন, "তাদের সংখ্যা অল্প বা বেশী হোক, খুমুসের পাবার যোগ্যদের কাছে তা পৌঁছে দিতে হবে, বাকী সম্পদ তাদের (যারা কুফফারের মাল ছিনিয়ে নিয়েছিল)। এমনকি যদি কেবল মাত্র একজন দারুল কুফরে প্রবেশ করে কোন হারবির সাথে যুদ্ধ করে তার মাল ছিনিয়ে নেন, তাকে খুমুস আদায় করতে হবে, খুমুস আদায়ের পর বাকী মালের অধিকার তার।" [আত-তাযিব ফি ফিকহুল ইমাম আশ-শাফী]

হানাফী উলামার মত – আবু ইউসুফ খুমুস প্রদেয় হবার জন্য ন্যূনতম নয় সদস্যের শর্তারোপ করেন কারণ সংখ্যা নয় হলে তা বলিষ্ঠ বাহিনীতে পরিণত হয়। যদি কিছু মুসলিম ব্যক্তিবর্গ [নয় সদস্যের কম] আক্রমণ করে, হানাফিদের মতে তাদের খুমুস দিতে হবেনা বরং তারা একে হালাল আয় হিসেবে বিবেচনা করেন, অন্যদিকে কেউ যদি ইমামের অনুমতিক্রমে দারুল হারবে আক্রমণ করেন আর ইমামের বাহিনী তাকে অতিরিক্ত শক্তি বা জনবল দিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করেন সেক্ষেত্রে সারিয়াহ'র (প্রেরিত ছোট সেনাদল) হুকুম কার্যকর হবে।

দ্বিতীয়ত: ইমামের অনুমতি সহ বা ছাড়া সংগঠিত আক্রমণ বা তালাসসুস

খুমুস প্রদেয় হবার ব্যাপারে বেশিরভাগ উলামার মতে ইমামের অনুমতির কোন ভূমিকা নেই, তাদের মতে, ইমামের অনুমতি সহ বা ছাড়া দারুল কুফর

থেকে আহরিত সমস্ত সম্পদের ক্ষেত্রেই খুমুস প্রযোজ্য হবে। ইমাম আল-বাগ্বাওয়ী আশ-শাফী বলেন, "ইমামের অনুমতি ব্যতীত আক্রমণ করা অপছন্দনীয়, কারণ তার অনুমতিক্রমে পরিচালিত আক্রমণে তিনি হয়ত তাদের জন্য সাহায্য পাঠাতেন। তাই তার অনুমতি বিহীন ভাবে পরিচালিত আক্রমণে আহরিত গাণীমাহ'য় খুমুস প্রদেয়।" [আত-তাযিব ফি ফিকহুল ইমাম আশ-শাফী)

গানীমাহ হল পবিত্রতম রিযক

আবু মুহাম্মাদ আল-সা'লাবি আল-বাগদাদী আল-মালিকি বলেন, "কেউ যদি সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে দারুল কুফরে একাকী প্রবেশ করেন এবং গাণীমাহ আহরণ করেন, তা থেকে খুমুস প্রদান করতে হবে, আর [ইমাম] মালিক ইমামের অনুমতি সহ বা ছাড়াই উভয় ক্ষেত্রেই খুমুস প্রদেয় বলে মনে করতেন।" [উইয়ুনুল মাসাইল – আল-কাদী আবদুল-ওহহাব আল-মালিকী]

এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠের মত, আর এটা ইমাম আহমদের অন্যতম মত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম আহমদের মতের উল্লেখ করে ইবনে কুদামাহ বলেন, "তাদের গাণীমাহ অন্য সব গাণীমাহ'র মতই: ইমাম সেখান থেকে খুমুস নেবেন এবং বাকীটা তাদের মাঝে ভাগ করে দেবেন। এটা ইমাম শাফী সহ বেশীরভাগ উলামার মত কারণ আল্লাহ বলেছেন {জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গাণীমাহ হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য।} [আল-আনফাল: ৪১]" আর তারা ইমামের অনুমতিক্রমে প্রবেশ করলে যে হুকুম হত তা অনুসারে কিয়াস করা হয়েছে। [আল-মুঘনি]

হানাফি আলিমগণ ইমামের অনুমতির উপর ভিত্তি করে আক্রমণকারীদের পার্থক্য করেছেন। আবু ইউসুফ বলেন, "আমি আবু হানিফা কে জিজ্ঞেস করেছি, 'যদি এক বা দুই জন শহর বা দেশে বাইরে দারুল কুফরে আক্রমণ চালিয়ে গাণীমাহ লাভ করে সে ব্যাপারে আপনার মত কি? তাদের গাণীমাহ থেকে কি খুমুস আদায় করতে হবে?' তিনি বললেন, 'তাদের আহরিত মালের উপর খুমুস প্রযোজ্য নয় কারণ তাদের আহরিত মালের সাথে চুরি করে লাভ করা মালের মিল রয়েছে, এই মালের সম্পূর্ণটাই তাদের নিজেদের।' আমি বললাম, 'কিন্তু ইমাম যদি সামরিক বাহিনী থেকে কাউকে অগ্রণী দল হিসেবে পাঠান আর সে গাণীমাহ লাভ করে, তার কি খুমুস আদায় করতে হবে? বাকী মাল কি বাহিনী ও তার মাঝে ভাগ করে দেয়া হবে?' তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই লোকের সাথে আগে উল্লেখিত সেই দুই লোকের কী পার্থক্য?' তিনি জবাব দিলেন, 'কারণ এই লোককে ইমাম বাহিনী থেকে পাঠিয়েছেন, ইমামের বাহিনী তার সহায়ক, অন্যদিকে সেই দুই লোক কোন বাহিনী থেকে যায় নি, তারা স্ব-উদ্যোগে, ইমামের অনুমতি ছাড়াই বের হয়েছে।'" [আস-সিয়ারুস সাগির]

এটা ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত মতের একটি। ইবনে কুদামাহ তার অন্য মত উল্লেখ করে বলেন, "এই মাল তাদের, এর উপর খুমুস প্রযোজ্য নয়। এটা আবু হানিফির মত কারণ এটা হালাল রুজি যা জিহাদ ছাড়া আহরিত, এটা ইহতিতাব (বন থেকে কাঠ আহরণ) এর শামিল, কারণ জিহাদ কেবল ইমামের অনুমতিক্রমে বা বলিষ্ঠ গোষ্ঠী কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এটা ডাকাতি ও চুরির মত, জীবিকা আয়ের এক মাধ্যম।" [আল-আল-মুঘনি]

ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত তৃতীয় আরেকটি মত রয়েছে, তা হল এই মালে তাদের কোন হক নেই বরং এটা মুসলিমদের সম্পত্তি, কারণ তারা ইমামের অনুমতি না নিয়ে আক্রমণ করে গোনাহ'র কাজ করেছে। ইবনে

কুদামাহ বলেন, “এক দাসের রোমানদের এলাকায় পালিয়ে গিয়ে মালামাল সহ ফেরত আসার ঘটনার প্রেক্ষিতে ইমাম আহমাদ বলেন, ‘দাস তার মালিকের, তার আনিত মালামাল মুসলিমিনের, কারণ [এই দাস] এর কাজটি গোনাহের, তাই [আহরিত মালে] তার কোন অধিকার নেই।’” [আল-মুঘনি]

তৃতীয়ত: ব্যবসায়ীর তালাসসুস, বা এমন বন্দী যে মুক্ত হয়ে দারুল কুফরে বসবাস করছেন বা সেখানকার নও মুসলিমের

খুমুস প্রযোজ্য হবার ব্যাপারে উলামার ভিন্ন মতের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, এর অন্যতম কারণ হল এ সম্পদ নেয়া হয় জোরপূর্বক ও লড়াই করে যা গাণীমাহ’র শর্ত, অন্য কারণ হল ইমামের অনুমতি, সেক্ষেত্রে এটা জিহাদ যা ইমামের নেতৃত্বে সম্পাদিত হয়। এগুলো ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে [আহরিত মাল] গাণীমাহ’র অন্তর্ভুক্ত হবেনা, বরং তা হবে অন্যান্য হালাল রুজির উৎসের মত যেমন: শিকার, কাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি, সেরকম কিছু উদাহরণ হল – ব্যবসায়ীর তালাসসুস, বন্দির তালাসসুস যে মুক্তি পেয়ে দারুল কুফরে বাস করছে বা সেখানকার নও মুসলিমের তালাসসুস, এর দলিল পাওয়া যায় ইমাম আত-তাবারীর তাফসিরে যা তিনি সালিম ইবনে আবিল জা’দ থেকে এই আয়াতের তাফসিরে বর্ণনা করেন {আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন} [আত-তালাক: ২] সালিম বলেন, “এই আয়াত কষ্টকর পরিস্থিতির স্বীকার আশজা [গোত্রের] এক লোকের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়, সেই লোক নবী ﷺ কাছে এসেছিলেন যিনি তাকে বললেন, ‘আল্লাহ কে ভয় কর এবং সবর কর।’ সে ফিরে গেল এবং জানতে পারল তার শত্রুদের হাতে বন্দী ছেলেকে আল্লাহ মুক্ত করার ব্যবস্থা করেছেন এবং সে [পালিয়ে আসার সময়] তাদের কিছু ছাগল নিয়ে এসেছে। তারপর তার ছেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে গিয়ে তা জানাল এবং জিজ্ঞেস করল, ‘আমি কি ঠিক করেছি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ ?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ’।” [জামি’উল বায়ান ফি তাওয়িলুল কুরআন)

সুতরাং, এই মুসলিম বন্দী মুক্তির পর তাদের কিছু ছাগল নিয়ে এসেছিলেন সাথে করে এবং নবী ﷺ এর উপর কোন খুমুস ধার্য করেন নি কারণ তা আহরিত হয়েছে মুসলিমদের কর্তৃত্বের এলাকার বাইরে দারুল হারবে, কোন যুদ্ধ ছাড়াই, নবী ﷺ অনুমতি ব্যতিরেকে এবং তিনি একে গানীমাহ হিসেবে গণ্য করেন নি। এই কারণে, ইহতিতাবের মালের শর্ত হল তা আহরিত হতে হবে দারুল কুফর থেকে এবং ইমামের অনুমতি ছাড়া। আর একই হুকুম প্রযোজ্য হবে কোন ব্যবসায়ী যদি দারুল হারবে থেকে মাল চুরি করে। ইমাম আল-বাগ্বাওয়ী বলেন, “যদি কেউ দারুল হারবে ঢুকে কোন হারবি কাছে থেকে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির আওতায় মাল গ্রহণ করে পালিয়ে যায় [মালের মূল্য পরিশোধ না করে] তাহলে সে মালের মালিকানা তার এবং এর উপর খুমুস প্রযোজ্য নয়।” [আত-তাহযিব ফি ফিকহুল ইমাম আশ-শাফী]

যারা দারুল হারবের অধিবাসী এবং কুফফারদের সুনির্দিষ্ট ভাবে নিরাপত্তার গ্যারান্টি প্রদান করেন তাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। একই ভাবে যদি কেউ দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কুফফারের মাল চুরি করেন তাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। কারণ এদের সবার পরিস্থিতি নবী ﷺ আমলের সেই ব্যক্তির মত যে কুফফার ছাগল নিয়ে পালিয়ে এসেছিল আর কুফফার থেকে আহরিত মালের উপর খুমুস আরোপের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইবনে আবি যাইদ আল-কাইরাওয়ানি বলেন, “সাহনুন বলেন, ‘আর যারা দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে তাদের জন্য যাকে খুশি তাকে হত্যা ও তাদের মালামাল কেড়ে নেয়া হালাল।’” [আন-নাওয়াদির ওয়ায-যিয়াদিয়াত]

আর মালের মালিকের ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই, তাই কুফফার পুরুষ, নারী বা শিশু – সবার মাল চুরি করা হালাল।

হারবি কুফফার থেকে আহরিত মাল কিভাবে ভাগ করতে হবে

গাণীমাহ: আল্লাহ বলেন, {আর জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গাণীমাহ হিসাবে পাবে, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল।} [আল-আনফাল: ৪১]

সুতরাং, গাণীমাহ’র চার-পঞ্চমাংশ মুজাহিদিনের জন্য যারা তা আহরণ করেন, বাকী এক-পঞ্চমাংশ সূরা আনফালের গানীমাহ’র আয়াতে উল্লেখিত লোকদের জন্য। ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস رضي الله عنهم বর্ণনা করেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ খুমুস পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন” মানে বাকী এক-পঞ্চমাংশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হত। ইমাম আহমাদ বলেন, “খুমুসের এক ভাগ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য, এক ভাগ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বনু হাসিম ও বনু আল-মুত্তালিবের অন্তর্ভুক্ত নিকটাত্মীয়দের জন্য কারণ তিনি এই দুই গোত্রের বাইরে অন্য কাউকে এই খাত থেকে অংশ দিতেন না, আরকে ভাগ ইয়াতিমদের জন্য, আরেক ভাগ অভাবী দের জন্য এবং শেষ ভাগ মুসাফিরদের জন্য।” [মাসায়েল আহমাদ ইবনে হানবাল

রেওয়াত ইবনিহি আবদিল্লাহ]

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অংশ কোন খাতে ব্যয় হবে: সঠিক মতানুসারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খাত ব্যয় হবে ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র ও মুসলিমিনের অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। ইবনে কুদামাহ বলেন, "আল্লাহ তাঁর ও তাঁর রাসূলের ﷺ প্রতি এটা আরোপ করেছেন, মাসলাহার (মুসলিম স্বার্থ) ব্যাপারটি যে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ তার অবগতির জন্য, এবং আর এটা নবী ﷺ এর জন্য নির্দিষ্ট নয় কারণ তা তার মৃত্যুর পর শেষ হয়ে গিয়েছে।" [আল-মুঘনি]

ফাই

ফাই কোথায় ব্যয় হবে তা আল্লাহ পরিষ্কার করেন সূর আল-হাশরে, {আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ঐশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে: হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, আপনি রাউফুর রাহীম } [সূরা আল-হাশর: ৭-১০]

ফাইয়ের উপর খুমুস প্রযোজ্য হবে কিনা এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, এই মতভেদের কারণ হল, সূরা হাশরের সপ্তম আয়াতে বর্ণিত ফাই গ্রহীতারা সূরা আনফালের গাণীমাহ'র আয়াতে বর্ণিত গানীমাহ গ্রহীতাদের অনুরূপ। একারণে উলামার এক দল এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন যদিও আল্লাহ খুমুসের কথা উল্লেখ করেন নি যেমন ভাবে তিনি আল-আনফালের আয়াতে করেছেন। উলামার আরেক দল উমার رضي الله عنه মত গ্রহণ করেছেন যিনি উপরোল্লিখিত আয়াতের উল্লেখ করে বলেন "এই [আয়াত গুলো] সকল মুসলিমিনকে অন্তর্ভুক্ত করে।" তাই এই আয়াতের উদ্দেশ্য হল হুকুমটির ব্যাপ্তিতা উল্লেখ করা, খুমুস গ্রহীতা নির্দিষ্ট করা নয়।

ইবনে কুদামাহ আল-কাফিতে উল্লেখ করেন, "[হানবালি] মাযহাবে পরিষ্কার যে এটার [ফাই] উপর খুমুস প্রদেয় নয় কারণ আল্লাহ এই আয়াত {আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি} [আল-হাশর: ৬] ও তৎপরবর্তী আয়াত গুলো আম (সাধারণ), তিনি সকল মুসলিমিনকে তার [ফাইয়ের] অংশীদার করেছেন। উমার رضي الله عنه এই আয়াত গুলো পড়ে বলেন, 'এই [আয়াত গুলো] সকল মুসলিমিনকে অন্তর্ভুক্ত করে, আমি যদি লম্বা সময় বেঁচে থাকি তাহলে দেখব হিমায়ার [গোত্রের] উপত্যকার রাখাল ফাইয়ের অংশ পাচ্ছে, এর জন্য কোন ঘাম ঝরানো ছাড়াই'।" [আল-কাফি ফি ফিকহুল-ইমাম আহমাদ]

অবশ্য ইবনে কুদামাহ নিজস্ব মত ছিল যে ফাইয়ের উপর খুমুস প্রযোজ্য, যার এক-পঞ্চমাংশ গাণীমাহ ও ফাইয়ের আয়াতে উল্লেখিত লোকেরা পাবে আর বাকী চার-পঞ্চমাংশ ফাই সকল মুসলিমিনের অধিকার, তার কিতাব আল কাফিতে উল্লেখিত ক্রম অনুযায়ী। তিনি বলেন, "এর শুরু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত দিয়ে, তারপর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ খাতে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হল মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করা যেমন - তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা, তাদের জন্য দরকারি নির্মাণ কাজের সম্পাদন, খন্দক খোঁড়া, তাদের জন্য বাহন ও অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করা ইত্যাদি, তারপর ক্রমান্বয়ে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যয় করা যেমন তোরণ, রাস্তা-ঘাট ও মসজিদ নির্মাণ, খাল খনন, বন্যা নিরোধক [বাঁধ নির্মাণ] এবং কাজী, ইমাম ও মুয়াজ্জিনের জীবিকার ব্যবস্থা করা, অন্যান্য মুসলিমের প্রয়োজনীয়তা পূরণ এবং অন্য যেকোন কাজ যা মুসলিমিনের উপকারে আসে। আয়াতটি ও উমার رضي الله عنه এর উক্তির ভিত্তিতে বাকী মাল মুসলিমিনের মাঝে ভাগ করে দিতে হবে।" [আল-কাফি ফি ফিকহুল-ইমাম আহমাদ)

নিরাপত্তা প্রদান

দারুল হারব ও ইবাহাহ'র ভূমির মাঝে কোন পার্থক্য নেই, হারবি কুফফারের জান-মালের কোন ইসমাহ নেই, কেবল জিম্মা চুক্তি ও আহদুল আমান তাদের রক্ত হরণ রোধ করে। মুয়াহাদ - সেই কাফির যার আহদুল আমান বা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি রয়েছে – যদি তার চুক্তির শর্তাবলি পূর্ণ করে তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি বহাল রাখা ওয়াজিব, এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে এবং কোন ইখতিলাফ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মুয়াহাদকে (সেই কাফির যার আহদুল আমান বা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধবিরতি অথবা

ইউরোপিয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাংক – মুসলিমদের অবশ্যই কুফফারের অর্থনীতিতে আঘাত হানা উচিৎ

জিম্মা চুক্তি রয়েছে) হত্যাকারী জান্নাতের সুগন্ধ পাবেনা। যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বছরের রাস্তার সমপরিমাণ দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।" [আল-বুখারী]

একজন মুসলিম যখন কোন মুশরিককে আহদুল আমান প্রদান করেন তখন সেই মুশরিকের দিকে হাত না বাড়ানো অন্য মুসলিমদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়, এর দলিল হল আলি ﷺ বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসলিমিন তাদের চুক্তির ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ, তাদের সর্বশেষ জন সর্বাত্মক চেষ্টা করবে তা বহাল রাখার জন্য। তাই যে কোন মুসলিমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তার উপর আল্লাহ, মালাইকা (ফেরেশতা) ও সমস্ত মানবের লানত এবং তার থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা হবে না।" [আল-বুখারী], এর সাথে আলী আরও বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "মুমিনরা তাদের রক্তের প্রেক্ষিতে সবাই সমান, অন্যদের বিরুদ্ধে তারা এক-হাত [ঐক্যবদ্ধ], এবং তাদের সর্বশেষ জন সর্বাত্মক চেষ্টা করবে তাদের চুক্তি বহাল রাখতে। কাফির [হত্যার কারণে] মুমিন কে [কিসাসের আওতায়] হত্যা করা যাবে না যদি না সে কাফিরের চুক্তির বৈধতা বহাল থাকে।" [আহমাদ, আবু-দাউদ ও আন-নাসাই হতে বর্ণিত]

ইবনে হিশাম বলেন, "আবু উবাইদাহ আমাকে বলেন, যখন আবুল-আস ইবনে আর-রাবি শাম থেকে মুশরিকদের সম্পদ সহ ফিরলেন তাকে বলা হল 'তুমি কেন ইসলাম গ্রহণ করছ না, যেহেতু এই সম্পদ মুশরিকের, [মুসলিম হয়ে গেলে] তা তোমার হয়ে যাবে?' আবুল-আস উত্তরে বললেন, 'এ কেমন পাপ হবে যে আমি আমার ইসলাম বিশ্বাসভঙ্গতা দিয়ে শুরু করব'।" [সিরাত ইবনে হিশাম]

বর্ণিত আছে যে মুগিরা ইবনে শু'বাহ তার জাহিলিয়াতের সময় কিছু সঙ্গীকে হত্যা করে তাদের মাল নিয়ে নেন। তারপর তিনি এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী ﷺ বলেন, "তোমার ইসলাম আমি গ্রহণ করলাম, আর মালামালের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।" [আল-বুখারী]

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "মুগিরাহকে বলা 'তোমার ইসলাম আমি গ্রহণ করলাম, আর মালামালের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই' নবী ﷺ এই উক্তিটিতে প্রমাণ হয় মুয়াহাদ মুশরিকের মালে ইসমাহ রয়েছে এবং তা হরণ করা যাবেনা। বরং তা তার কাছে ফেরত দিতে হবে, কারণ মুগিরাহ আহদুল আমান প্রদানের ভিত্তিতে তাদের সাথে ছিলেন, তারপর তিনি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং তাদের মালামাল নিয়ে নেন, তাই নবী ﷺ সেই মাল গ্রহণ করেন নি বা সেই কাজের বৈধতা দেন নি। তিনি সেই মালের গ্যারান্টিও দেন নি (অর্থাৎ সেই মাল যেন ফেরত দেয়া হয় তা নিশ্চিত করেন নি) কারণ এই ঘটনা ঘটেছে মুগিরার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে।" [যাদুল মায়াদ ফি হাদি খাইরিল-ইবাদ]

প্রতারণার উদ্দেশ্যে বিশেষ পরিভাষা ব্যাবহার আহদুল আমান প্রদান হিসেবে গণ্য করা যাবেনা এবং তার খিয়ানত করা

আর এটাই ছিল তা যা আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস ও মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ﷺ করেছেন, কারণ মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ কা'ব ইবনে আশরাফকে আহদুল আমান দেন নি। বরং তিনি তাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তিনি নবী ﷺ এর সাথে বসবাস করতে তার আর ভাল লাগছিলনা এবং এর দ্বারা তিনি তার সাথে চাতুরী করেছেন। এর আগে তিনি নবী ﷺ এর অনুমতি চেয়েছিলেন কিছু বলতে [নবী ﷺ সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু] এবং নবী ﷺ তাকে তা করতে অনুমতি দেন। বুখারীর বর্ণনা মতে তিনি যা বলেছেন তার মাঝে ছিল, "সত্যিই, তিনি এমন লোক যিনি আমাদের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছেন, তিনি আমাদের ক্লান্ত করে দিয়েছেন (এর মানে এও হতে পারে যে তার শারীয়াহ শিক্ষার ভারে আমরা ক্লান্ত কিন্তু আল্লাহ সন্তোষের জন্য এই

কুফফারের জেলে বন্দী মুসলিম মুক্তি পাবার পর তালাসসুসের মাধ্যমে তাদের সম্পদ লুট করা তার জন্য জায়েজ

ক্লান্তি আনন্দের), আমি তোমার কাছে কিছু ঋণ চাইতে এসেছি।" কাব বলল, "আর আল্লাহর কসম, তোমরা তার ব্যাপারে ক্লান্তই হয়ে যাবে" মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন, "আমরা তার অনুসরণ করেছি, তার শেষ দেখা পর্যন্ত আমরা তাকে ত্যাগ করতে চাই না।" তাই তার উক্তি "তিনি আমাদের ক্লান্ত করে দিয়েছেন" এর মানে সাহাবা নবী ﷺ কে বায়াত পরবর্তী দুঃখ-কষ্টে সবর করার প্রতিজ্ঞা করে বায়াত দিয়েছিলেন, কারণ তারা জানতেন আল্লাহ রাস্তায় তাদের জন্য অপেক্ষা করছে বালা-মুসিবত, দুর্ভোগ এবং ক্লেশ-কষ্ট। কিন্তু তিনি আসলে এর বাক্যটি দিয়ে তার সাথে চাতুরী করেছেন এবং তার কাছে [ঋণ] চেয়েছেন যাতে কাব তার ব্যাপারে আশ্বস্ত থাকে এবং তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন। একই ঘটনা ঘটেছে খালিদ আল-হুযালিকে বলা আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসের কথায়: "আমারা জানতে পেরেছি যে তুমি এই লোকের বিরুদ্ধে জনবল জড়ো করছ, আমরা সে ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।" তার কথার একাধিক মানে রয়েছে। "সে ব্যাপারে" শব্দগুলোর মানে হতে পারে তিনি তাকে সমর্থন করেন বা তাকে হত্যা করতে চান। এ থেকে বোঝা যায় যে যদি কেউ স্পষ্টভাবে [কুফফার] কাউকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান না করে বক্তব্য বা কাজের মাধ্যমে চাতুরি করে তাকে হত্যা করলে বা তাদের সম্পদ নিয়ে নিলে তা খিয়ানাহ (বিশ্বাসঘাতকতা) হিসেবে গণ্য হবে না, কারণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দুই পক্ষের – নিরাপত্তা প্রদানকারী ও নিরাপত্তা গ্রহণকারী – মধ্যে স্পষ্ট ও পরিষ্কার শর্তসহ আহদ (চুক্তি), কিন্তু কারো কোন কাজ বা কথার প্রেক্ষিতে অপর পক্ষ তা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি হিসেবে ধরে নেয় তা আহদ বলে গণ্য হবে না।

স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় প্রদত্ত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে ফুকাহা'র মাঝে কোন ইখতিলাফ নেই। কিন্তু অস্পষ্ট ভাষা ব্যাবহারে ক্ষেত্রে কিছু ইখতিলাফ রয়েছে। কিছু উলামা কোন কোন কথা বা কাজকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি হিসেবে গণ্য করেছেন, আবার কেউ কেউ তা করেন নি। কোন আলিম কোন কাজ কে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি হিসেবে গণ্য করেছেন, অন্যদিকে একই কাজ অন্য কোন আলিম যুদ্ধের চাতুরী ও প্রতারণার অন্তর্গত হিসেবে বিবেচনা করেছেন, এতে আসলে অবাক হবার কিছু নেই।

সর্বোপরি, কোন কোন অস্পষ্ট পরিভাষা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি হিসেবে গণ্য হবে সে ব্যাপারে সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বসম্মত কোন নীতিমালা নেই, পরিভাষার শ্রেণীবিন্যাস নিতান্তই স্বতন্ত্র আলিমের ইজতিহাদ এবং এ ব্যাপারে ইখতিলাফ গ্রহণযোগ্য, তাই এই ব্যাপারে অনমনীয়তা বা বাড়াবাড়ি বাঞ্ছনীয় নয়।

দারুল হারবে এন্ট্রি-ভিসা সেখানকার কুফফারের জান-মালের জন্য ইসমাহ নয়

হারবি কুফফারের জান-মালের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল তা হালাল এবং এর কোন ইসমাহ নেই, তাই যদি নির্দিষ্ট কোন প্রেক্ষাপটের ক্ষেত্রে মতভেদের সৃষ্টি হয় এবং তা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি হিসেবে গণ্য হবে কিনা সে ব্যাপারে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং সব পক্ষের দলিল একই পর্যায়ের বা কাছাকাছি হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের উচিৎ মূলনীতির অনুসরণ করা, অর্থাৎ 'কুফফারের জান-মাল হালাল' যদি না এর বিপরীতে কোন সঠিক নিরোধক কারণ উপস্থিত থাকে। কারণ ইজমায় রয়েছে সন্দেহহীনতা, অন্যদিকে ইখতিলাফ সংশয় নিয়ে আসে। আর সংশয় সন্দেহহীনতাকে রদ করতে পারেনা। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান হবে সংশয়যুক্ত নিরোধক বিষয় আর সংশয়যুক্ত নিরোধক বিষয় জ্ঞাত কারণে প্রতিষ্ঠিত হুকুমকে বাতিল করতে পারেনা। সন্দেহাতীত

ভাবেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রতারণা করা হালাল, আর তা হবে মিথ্যা ও দ্ব্যর্থক বক্তব্যের মাধ্যমে যার কোন পরিষ্কার বা স্পষ্ট মানে থাকবেনা।

সংক্ষেপে, মালিকের কুফরের কারণে মালের কোন ইসমাহ না থাকলে – যেমন হারবি কাফিরের মাল – যেকোন উপায়ে তা হরণ হালাল, এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই যদি না কাফিরকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। হারবি কুফফারের মাল যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন তা চুরি করতে প্রতারণা করা জায়িয, আর এন্ট্রি ভিসা কে চুক্তি বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি হিসেবে দাবীর পক্ষে কোন শরয়ী দলিল বা উরফ (সুপরিচিত বহুল প্রচলিত সামাজিক রীতি বা বোঝাপড়া) পাওয়া যায়না। বরং এন্ট্রি ভিসা হল নিছক সেই দেশে প্রবেশের অনুমতি যা আসলে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বহন করেনা। এক পক্ষের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি অপর পক্ষ থেকে একই প্রতিশ্রুতির নিশ্চয়তা দেয়না।

ইবনে আবি যাইদ আল-কায়রাওয়ানি বলেন, “আর তারা যদি রাজাকে জানায় যে তারা মুসলিম আর সে বলে ‘তোমরা নিরাপদ’ কিন্তু তারা তাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান না করে এবং তাকে কিছু না বলে এবং সে দেশের মানুষের কাছে তাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ধারণা প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে তারা সেখানকার যে কাউকে হত্যা করা এবং তাদের খুশি মত যে কোন মালামাল লুট করা তাদের জন্য জায়েজ। আর একই ভাবে সে যদি তাদের বলে, ‘আমি তোমাদের নিরাপত্তা দিলাম, দারুল ইসলামে যাও’ আর তারা তাকে কিছু না বলে, সে ক্ষেত্রেও তাদের জন্য যতটা সম্ভব হত্যা ও অন্য কিছু করে দারুল হারব ত্যাগ করা জায়েজ। ইরাকের কিছু উলামা বলেন, ‘যদি কোন মুসলিম দারুল হারবে আহদুল আমান ছাড়া ঢুকে বলে ‘আমি তোমাদের একজন’ বা ‘আমি তোমাদের পাশাপাশি যুদ্ধ করতে এসেছি আর তারা তাকে স্বাধীন ভাবে চলতে দেয় তাহলে তার জন্য যত খুশি সম্পদ লুট ও যাকে ইচ্ছা হত্যা করা জায়িয, কারণ তারা কথা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়না’।” [আন-নাওয়াদির ওয়াস-যিয়াদাত]

এন্ট্রি ভিসা কুফফার জান-মালের জন্য ইসমাহ’র গ্যারান্টি দেয় না

আর কেউ যদি জাল বা সত্যিকার কাগজ-পত্র যেখানে তার দ্বীনী ও ব্যক্তিগত তথ্য রয়েছে তা ব্যাবহার করে দারুল কুফরে প্রবেশ করে, তার জন্য সেখানকার কুফফার হত্যা ও তাদের মাল লুট করা হালাল কারণ সেসব কাগজ-পত্র নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বহন করেনা, কারণ আবু উমাইয়াহ দাবী করেছিলেন তিনি বনু বকর গোত্রের এবং এক মুশরিককে কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে ধোঁকা দিয়ে ছিলেন, মুশরিকটি ভেবে ছিল তিনিও মুশরিক এবং তার ব্যাপারে নিরাপদ বোধ করেছিল। পরে সে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি তাকে হত্যা করেন। তাই জাল কাগজে দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে মনে হয় প্রবেশকারী সেই দেশেরই লোক, তা শরীয়াহ বা উরফ অনুসারে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়না।

আর জাল কাগজ যদি নির্দেশ করে প্রবেশ তলবকারী সেই দেশের নন কিন্তু তাকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হয় সেটাও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে না কারণ এটা করা হয়েছে যুদ্ধকালীন প্রতারণার ভিত্তিতে। আর এসব ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা’র ঘটনা খুবই শক্তিশালী দলিল এবং তা দারুল হারবে নিজেকে সে ভূমি বা এর কাফির অধিবাসীদের সাথে সংযুক্ত করার সাথে মিলে যায়, এবং মিলে যায় দারুল হারবে আশ্রয় নেবার সাথে, সেখানে তাদের সাথে রাত কাটাবার সাথে, তাই এগুলো কাফির জাতির জন্য মুসলিমের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা হিসেবে বিবেচিত হয় না। আর কাউকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার সাথে রাত্রিবাস নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নয়, যার উদাহরণ পাওয়া যায় সাহাবী আমর ইবনে উমাইয়াহ

জুর্গেন টোডেনহুফের: এই কাফিরের আহদুল আমান মেয়াদোত্তীর্ণ, তার রক্ত আবার হালাল হয়ে গেছে

আদ-দুমারী ﵁ এবং মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ ﵁ এর ঘটনায় যিনি ইহুদিদের দুর্গে ঢুকে কাব ইবনে আশরাফ কে চাতুরি করে হত্যা করেন। তাই শরণার্থী হিসেবে মুজাহিদের দারুল হারবে প্রবেশ সাহাবা'র কাজের সাথে মিলে যায়, যদি না তাদের এর কারণে তাকে কুফুরি বা চুক্তি করতে হয়।

কুফফারের সম্পদ হরণ করে তা দিয়ে জিহাদ করতে মুসলিমদের উদ্দীপ্ত করা

নবী ﷺ মদীনায় হিজরতের পর তার জীবিকার একমাত্র উৎস ছিল গাণীমাহ আর এটা জীবিকার সেরা উৎস, কারণ জোর পূর্বক ছিনিয়ে নেয়া কুফফারের মাল অন্য যেকোন উপায়ে অর্জিত ধনের চেয়ে পবিত্র। আল্লাহ বলেন {সুতরাং তোমরা খাও যে তাইয়্যিব হালাল বস্তু গানীমাহ অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ গাফুরুর রাহীম।} [আল-আনফাল: ৬৯]

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "সবচেয়ে সঠিক হল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবিকা অর্জনের পথ – গাণীমাহ যা বিধান-দাতা আল্লাহ হালাল করেছেন। আরে কুরআনে (অন্য জীবিকার চেয়ে) এর বেশী প্রশংসা করা হয়েছে, এর লোকেদের যেভাবে প্রশংসা করা হয়েছে তা অন্যদের ক্ষেত্রে করা হয়নি আর এই কারণে আল্লাহ এটা তার সৃষ্টির সেরা জনের জন্য এটা বেছে নিয়েছেন এবং খাতামুন নাবিয়্যিন ﷺ বলেছেন, 'আমি (কিয়ামতের পূর্বে) তরবারি-সহ প্রেরিত হয়েছি, যাতে শরীকবিহীনভাবে আল্লাহর ইবাদত হয়। আমার জীবিকা রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে। অপমান ও লাঞ্ছনা রাখা হয়েছে আমার আদেশের বিরোধীদের জন্য।' আর এই জীবিকা অর্জিত হয় বলিষ্ঠতা ও মর্যাদার সাথে, আল্লাহর শত্রুদের পরাভূত করার মাধ্যমে এবং এটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয়, অন্য কোন ধরণের রুজি এর সাথে তুলনীয় হতে পারে না। আর আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।" [যাদুল মায়াদ]

আজ-কাল কিছু মুসলিম জোর পূর্বক কুফফারের সম্পদ হরণ পছন্দ নাও করতে পারেন এবং তাদের মনে হতে পারে রুজির অন্য উৎস আরও ভাল, কিন্তু এটা সঠিক নয়, কারণ কুরআনের বাণী অনুসারে সর্বোত্তম হালাল রুজি হল গাণীমাহ এবং মদিনায় হিজরার পর নবী ﷺ এর জীবিকা ছিল গাণীমাহ।

আল্লাহ আদম সন্তানের জন্য এসব সম্পদ সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা এগুলো তাঁর বাধ্যতায় ও ইবাদতে ব্যাবহার করতে পারে, তাই যখন কেউ এগুলো তাঁর প্রতি অবিশ্বাসে ও তাঁর সাথে শিরকে ব্যবহার করে আর তখন আল্লাহ মুসলিমদেরকে তার উপর ক্ষমতা দান করেন। তারা সেসব সম্পদ মুশরিকদের কাছ থেকে কেড়ে যারা এই সম্পদের আসল হক্কদার তাদের ফিরিয়ে দেন, আর তারা হলেন সেই সকল লোক নিয়ে যারা আল্লাহর ইবাদত করেন, তাঁর আনুগত্য করেন ও তাওহীদের প্রয়োগ করেন। এই কারণেই এর নাম হয়েছে "ফাই" কারণ এটা সম্পদের অধিকতর হকদার ও যে উদ্দেশ্যে তা সৃষ্ট সে উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারী কাছেই তা ফেরত দেয়।

তাই সকল মুয়াহহিদের উচিত তার জিহাদের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে কুফফারে সম্পদকে তার জিহাদের আওতায় নিয়ে আসা, কারণ সম্পদ ও অর্থনীতির জিহাদ এর সর্ববৃহৎ ক্ষেত্র, যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন তার বহু আক্রমণে। যেখানে তিনি কুফফারের মালামাল কেড়ে নিতেন এবং তাদের বিষয়-সম্পত্তি ধ্বংস করতেন। সন্দেহাতীত ভাবেই কুফফার আজ তাদের সম্পদ ব্যাবহার করে তাদের সেনা-সামর্থ্য জড়ো করে, তাই মুয়াহহিদের কর্তব্য কুফফার অর্থনীতি দুর্বল করার নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রয়োগ

হারবী কাফিরের শিশুদের অপহরণ করা জায়েজ

করা এবং তাদের সম্পদ লুট করা অথবা ধ্বংস করা। আর মুসলিমিন, বিশেষ করে দারুল কুফরে বসবাসকারী যারা হিজরা করতে পারছেন না, তাদের করণীয় হল সেই কাজ যা আবু বাসীর ﵁ করেছেন মক্কার মুশরিকদের সাথে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে কুফফারদের বিত্তের ক্ষয় আমাদের সাথে চলমান তাদের যুদ্ধের উপর বিশাল প্রভাব রয়েছে।

এছাড়া হারবি কুফফারের বিত্ত লুট ও ধ্বংস করতে হবে তাদের দেশের ক্ষতির উদ্দেশ্যে যা তাদের শক্তি দুর্বল করে দেবে ও অর্থনীতির ক্ষতি করবে। আবু ইউসুফ বলেন, "তাদের দুর্গ আগুনে পুড়িয়ে দেয়ায়, তাদেরকে বন্যায় ভাসিয়ে দেয়ায়, তাদের উপর থেকে ধ্বংস করায়, তাদের উপর ক্ষেপণাস্ত্র ব্যাবহার করায় কোন সমস্যা নেই, কারণ তিনি বলেন {তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। } [আল-হাশর: ২] এবং এর সব কিছুই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত যার মধ্যে রয়েছে শত্রুকে পরাভূত করা, দমন করা ও আক্রমণ করা, আর কারণ সম্পদের হুরমাহ (অলঙ্ঘনীয়তা) এর মালিকের অনুরূপ, যেখানে কুফফার জানের কোন হুরমাহ নেই সেখানে তাদের মালের হুরমাহর প্রশ্ন কিভাবে আসে?" [বাদাই আস-সানাই]

তাছাড়া, এই সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হলে তা জিহাদকে উপকৃত করবে, তাই যে কোন মুয়াহহিদ হারবি কাফিরের সম্পদ নিয়ে তার মুসলিম ভাইদের খিলাফাহ'র বিভিন্ন উলাইয়াতে হিজরা'র খরচ যোগানে ব্যয় করতে পারেন অথবা কুফফারের বিরুদ্ধে জিহাদের অর্থায়নে ব্যয় করতে পারেন। কত ভাই টাকার অভাবে হিজরা করতে দেরী করেছেন, কুফফারের অধীনে চাকুরী নিতে বাধ্য হয়েছেন হিজরার জন্য টাকা জমাতে, আল্লাহু মুসতা'আন। এবং মুয়াহহিদ মুজাহিদ শত্রুভূমিতে জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র কিনতে কুফফার থেকে আহরিত সম্পদ ব্যয় করতে পারেন।

সুতরাং, হে কুফফারের দেশে বাস করা মুয়াহহিদগণ, আবু জান্দালের ﵁ মত হউন, হারবি কুফফারের সম্পদ লুট করতে ইতস্তত করবেন না, হোক তা বল প্রয়োগে, চুরি-ডাকাতির কিংবা প্রতারণার মাধ্যমে। আর দারুল হারবে প্রবেশকারী মুসলিম সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়ার উক্তিটি গভীর ভাবে চিন্তা করুন: "একই ভাবে, যদি সে তাদেরকে বা তাদের সন্তানদেরকে অপহরণ করে বা তাদেরকে কোন উপায়ে আয়ত্তে আনতে পারে, তাহলে হারবি কুফফারের জান-মাল মুসলিমদের জন্য হালাল। তাই তারা যদি তাদের শরয়ী ভাবে আটক করে তাহলে তাদের মালিকানা তার (মুসলিমের)।" [মাজমু আল-ফাতওয়া]

যদি তাদের শিশুদের ব্যাপারে এই হুকুম হয় তাহলে তাদের সম্পদের ব্যাপারে কি হুকুম হতে পারে। আর দাওলাতুল ইসলামের সাথে তাদের যুদ্ধের কথা ভুলে যাবেন না যা তাদের সম্পদের উপর নির্ভরশীল, আপনার নিয়ত পরিশুদ্ধ করুন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন আর তাদের সম্পদ হরণের ব্যাপারে কারো সাথে পরামর্শ করবেন না। আল্লাহর বারাকায় এগিয়ে যান, কুফফারের সম্পদ হরণ তাদের নিশ্চিত ভাবেই দুর্বল করে, তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, মুমিনদের শক্তিশালী ও সাহসী করে তোলে এবং এটি জিহাদের আঙ্গিক গুলোর একটি যার চর্চা স্থগিত রয়েছে, কেবল অল্প কিছু সত্যান্বেষীর দল এর চর্চা করছেন আর কত ক্ষুদ্র তাদের সংখ্যা! আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁর মুজাহিদ বান্দাদের বিজয় দান করেন, মুয়াহহিদদের অন্তর গুলো প্রশান্ত করে দেন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।